R N. No. 2532/57

Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
অকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টার্টার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৭শ বর্ষ
৪০শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২৭শে ফাল্গুন বুধবার, ১৩৮৭ সাল
১১ই মার্চ ১৯৮১ সাল।

নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯৲, সডাক ১০৲

হাসপাতাল ঃ অন্যায় প্রোমোসনে সি এম ও এইচ ধিকৃত

বিমান হাজরা : ডাঃ হাসিনা বানু জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে কাজ করছেন। ডাঃ শংকর চ্যাটারজির কর্মজীবনও প্রায় ১১ বছর অতিক্রম করেছে। এস এন ভকতের ডাকতারি জীবন আরও প্রবীণ। মুরশিদাবাদে এ রকম সিনিয়র ডাক্তারের সংখ্যা অগণিত। তবু সবাইকে টপকে একজন তরুণ, অনভিজ্ঞ এবং চাকরির কাল যাঁর ছ'বছরও পূর্ণ হয়নি, এ রকমই একজনকে ডুম করে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের গুরুত্বপূর্ণ এস ডি এম ওর পদে বসিয়ে দেওয়ার ঘটনা মুরশিদাবাদ জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের রামরাজত্বে নির্লজ্জ দালালির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ নিয়ে জেলার স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মী ও ডাক্তারদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যেও দেখা দিয়েছে ঘোর বিস্ময়। এই বিস্ময়ের মধ্যমণি ডাঃ খন্দকার মানোয়ার হোসেন। মহেশাইল স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে লালবাগ ও কান্দী মহকুমা হাসপাতালে প্রবেশাধিকারে বাধা পেয়ে নরম ক্ষেত্র এবং ডাঃ মুখারজির এক্সটেনসনের সুযোগে তিনি জঙ্গিপুরের এস ডি এম ও হয়ে হাসপাতালের সর্বময় কর্তৃত্ব নিলেন। মানোয়ার সাহেব তাঁর ছ' বছরের কর্মজীবনে খড়গ্রাম ও মহেশাইল এই দুই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কাজ করেছেন। এই দুই কেন্দ্রে থাকাকালীন তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও কেলেংকারীর বহু অভিযোগ নাকি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরে জমা পড়ে। তবু তাঁর বিরুদ্ধে কোন তদন্ত চালানো হয়নি। ১৬ জানুয়ারী তাঁকে এবং জনৈকা চিত্রা ভট্টাচার্যকে (মন্দ লোকেরা অবশ্য এদের দুজনকে জড়িয়ে অনেক

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র আশাভঙ্গের কারণ

ফরাক্কা ব্যারেজ, ১১ মারচ—তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য এন টি পি সি কর্তৃক অধিগৃহীত জমির মালিকদের প্রত্যেক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার পিছু একজনের চাকরি এবং চাকরির যোগ্যতা না থাকলেও শহরতলি অথবা মারকেটে বিভিন্ন কাজে নিয়োগে প্রতিশ্রুতি যথাযথভাবে প্রতিপালিত না হওয়ায় এবং অন্যান্য প্রকল্পের মত কর্মী নিয়োগ না করায় ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থানীয় জনসাধারণের কাছে আশাভঙ্গের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার এম এ হাইকে লেখা এক চিঠিতে ফরাক্কা বিধানসভার সি পি এম সদস্য আবুল হাসনাৎ খান একথা বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন, এখন পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাত্র পঁচিশজনকে চাকরি দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক সরকারের নিয়োগ সংক্রান্ত নীতি থাকে, কিন্তু এখানে তা দেখা যাচ্ছে না অথবা থাকলে গোপনে সেই নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে জেনারেল ম্যানেজারের

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মহকুমার বিড়ি শিল্পে আন্দোলন অবশ্যম্ভাবী

নিজস্ব সংবাদদাতা : মহকুমার বিড়িশিল্পে যৌথ আন্দোলন সম্ভবতঃ আর এড়ানো গেল না। ৩ মারচের ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে মালিকপক্ষ যোগদান না করায় এই সম্ভাবনা আরো প্রবল হয়েছে। ওই দিন মহকুমা শাসকের অফিসে বৈঠক ডাকা হয়েছিল। বৈঠকে ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। হাজির হয়নি অরঙ্গাবাদ ও ধুলিয়ান বিড়ি ব্যবসায়ী সমিতির কোন প্রতিনিধি। কাজেই এবারের বৈঠকও কার্যতঃ ব্যর্থ হয়েছে। ন্যূনতম মজুরি প্রবর্তনের দাবি মানতে অক্ষমতা প্রকাশ করায় আগের বৈঠকও ব্যর্থ হয়েছিল। কোন বৈঠকই ফলপ্রসূ না হওয়ায় এদিন ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিরা যৌথভাবে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এ খবর দিয়ে সিটুর একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, তার আগে রাজ্যের শ্রমমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসার চেষ্টা তাঁরা করছেন। মহকুমা শাসক জানিয়েছেন, শ্রমমন্ত্রী বৈঠকে বসতে চাইলে জেলা

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

খেলার মাঠে খুন

রঘুনাথগঞ্জ, ৭ মারচ—গতকাল এই থানার তেঘরি গ্রামে ফুটবল খেলার মাঠে ছুরিকাহত হয়ে রবীন্দ্রনাথ সরকার নামে এক খেলোয়াড় গুরুতরভাবে আহত হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় বহরমপুর হাসপাতালে স্থানান্তরের পর আজ তার মৃত্যু ঘটে বলে জানা যায়। এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে তথ্য গোপনের চেষ্টা হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে। এই সূত্রের আর একটি খবরে জানানো হয়েছে আজ লক্ষ্মীজোলা বিলে ডানকুনি (মাছ ধরা আংটি) পাত্তাকে কেন্দ্র করে দু'দলের সংঘর্ষে গদাইপুরের শ্রীকান্ত মাঝি নামে একজন জেলে ঘটনাস্থলে নিহত হন। রাধাশ্যাম মাঝি নামে গুরুতর আহত আর একজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বহরমপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুলিশ আক্রান্ত ঃ ৪ মারচ রঘুনাথগঞ্জ থানার নওদায় কুখ্যাত রেলডাকাত মঙ্গলু মিরজাকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ডাকঘরের উন্নতি

রঘুনাথগঞ্জ, ১১ মারচ—এপরিলের ১ম সপ্তাহে বাড়ালা শাখা ডাকঘরটি উপ ডাকঘরে উন্নীত হচ্ছে। এই মর্মে একটি আদেশ সম্প্রতি ডাক ও তার বিভাগ থেকে দেওয়া হয়েছে বলে বিভাগীয় সূত্রে জানা গেছে। এই উন্নয়নের ফলে এলাকার অনেকগুলি গ্রামের জনসাধারণ উপকৃত হবেন। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, জঙ্গিপুর পুর এলাকা যেভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে তার ফলে ফুলতলা, বালিঘাটা,

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জঞ্জাল সাফাই

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ তহবাজারের নালা এবং রাস্তা, ডোমপাড়া গাড়ীঘাট সড়কের সংযোগ স্থলে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা এবং ফুলতলার দক্ষিণে অবহেলিত পল্লীর নালা ও জঞ্জাল সাফাইয়ের দাবি জানিয়েছেন জঙ্গিপুর পুরসভার নাগরিকরা। বাজারের জঞ্জাল রোজ পরিষ্কার করা হয় না বলে জঞ্জাল জমে গিয়ে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। অবস্থার আরো অবনতি ঘটিয়েছে বাজারের একমাত্র নালাটি। পুরসভার পক্ষ

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিপজ্জনক কালভারট

নিজস্ব সংবাদদাতা, রঘুনাথগঞ্জ : রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি পল্লীতে দীর্ঘদিন ধরে একটি কালভারট ভেঙ্গে পড়ে থাকায় বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে। সম্প্রতি রাত্রের অন্ধকারে বেশ কয়েকজন সাইকেল ও রিক্সা চালক ঐ কালভারটের নীচে পড়ে আহত হয়েছেন। দুটি লরিও অল্পের জন্য দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। নাগরিকরা জঙ্গিপুর পুরসভার কাছে কালভারটের বিধ্বস্ত প্রাচীরটির সংস্কারের অনুরোধ জানাচ্ছেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৭শে ফাল্গুন বুধবার, ১৩৮৭

বোধোদয় কবে হইবে?

আইনের রচয়িতা মানুষ। মনুষের স্বার্থে মানুষের জন্য মানুষই তাহা রচনা করিয়াছে। তাই বলিয়া রচিত আইনের কালো অক্ষরগুলিই যে সর্বক্ষেত্রে জীবনের অপেক্ষা প্রধান হইবে তাহাও স্বীকার করা যায় না। জীবনের স্বাস্থ্য সুস্থতার জন্য এবং তাহারই প্রয়োজনবোধে আইনের প্রয়োজনীয়তা। মনে রাখা প্রয়োজন অক্ষরগুলি নির্জীব আর মানুষ সজীব। তাহারই প্রয়োজনে আইনের ব্যবহার তথা প্রয়োগ। কিন্তু সবার উপরে প্রয়োজন মানুষের নীতিবোধ। ইহা আইন নহে। ইহার প্রয়োগের জন্য আদালত নাই, প্রশাসন নাই। মানুষ নিজেই নিজের প্রশাসক। এই বোধেই মানুষ ভাল মন্দের বিচার করিতে পারে। এই চেতনায় মানুষ আপন কর্ম্মের দ্বারা দেবতার সম্মান লাভ করে আবার আপন নীতি বিগর্হিত দুষ্কর্ম্মের দ্বারা পশুত্বের পর্য্যায়ে নামিয়া আসিতে পারে। নীতিবোধ থাকিলে মানুষ সহনশীল হয়, পরম সহিষ্ণু হয়, সামঞ্জস্যবিধানে সক্ষম হয়।

যে কোন মানুষ নিজের ইচ্ছামতো কাজ করিতে পারে কিন্তু তাহাকে ভাবিতে হইবে তাহার কাজ যেন অপরের পক্ষে ক্ষতিকারক না হয়। জনৈক ইংরেজ লেখক তাহার এক প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন—কেহ যদি ড্রেসিং গাউন পড়িয়া, নগ্নপদে, শ্মশ্রুগুম্ফে মোম লাগাইয়া বিচরণ করিয়া বেড়ান তাহাকে কেহ বাধা দিবেন না। কারণ তিনি কাহারও ক্ষতি করিতেছেন না। ইহার দ্বারা লোকের নিকট তিনি হাস্যাস্পদ হইবেন মাত্র।

মনে রাখা প্রয়োজন—প্রাণ চাহিলেই সব সময় সব জায়গায় সব কিছু করা যায় না। করিবার আগে ভাবিতে হইবে—তাহার কৃতকর্ম্মের জন্য অপর ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন কি না? আপন ঘরের দ্বার রুদ্ধ অবস্থায় থাকিয়া সজোরে রেডিও চালান যাইতে পারে—তাই বলিয়া দরজা জানালা খুলিয়া দিয়া সজোরে রেডিও বাজাইয়া প্রতিবেশীজনের অসুবিধা সৃষ্টি করা যাইতে পারে না। যদি নীতিবোধ (যাহাকে 'সিভিক সেন্স'ও বলা হইয়া থাকে) আপনাকে সংযত করিতে না পারে তখন তো আইনের আশ্রয় লইতে হইবে। সাম্প্রতিককালে এই বোধের অভাব বড় বেশী করিয়া লক্ষ্য করা যাইতেছে। বেলাল্লাপনা, শালীনতাবোধের অভাব যেন সমাজদেহের বড় দুষ্ট ক্ষতের মত বহুমুখ হইয়া দেখা দিয়াছে। বাসে চলিবার সময় অথবা প্রেক্ষালয়ে ধূমপানের নিষেধকে লঙ্ঘন করিবার উলঙ্গ ঔদ্ধত্য নিত্যকার ঘটনা। জলপথে যাত্রীবহন নৌকার উপর ঝাঁপাইয়া ওঠানামা—সেই ঔদ্ধত্যের বিরল ব্যতিক্রম নয়। প্রতিমা নিরঞ্জনের কালে পথ পরিক্রমার সময় অশালীন নৃত্য কি মানুষের নীতিবোধের অভাবের পরিচায়ক নহে? সমাজ মানসের সুস্থতার অভাব ঘটিলে, নীতিবোধ হারাইয়া গেলে তখন যেখানে সেখানে আইন প্রয়োগ করা প্রয়োজন তাহা করিতে হইবে বৈকি। তবে আবার বলিতেছি—আইন তো মানুষের জন্য। আইনটা সর্বস্ব নয়। আইনের এবং তাহার প্রয়োগের প্রয়োজন আছে। আইন দ্বারা সব কাজ হয় না—এই কথাও অনস্বীকার্য্য। এই মুহূর্ত্তে প্রয়োজন মানুষের নীতিবোধের উন্মেষ। প্রত্যেক মানুষকে সুবিধা অসুবিধার দিকগুলি ভাবিয়া দেখিতে হইবে। যে কাজ করিলে অপরের অসুবিধা হয় সেই কাজ হইতে বিরত থাকিবার চেষ্টা করিতে হইবে। দর্শক পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে বসিয়া যদি কিছু সংখ্যক মানুষ চিদানন্দে ধূমপান এবং ধূম নিক্ষেপণ করেন—তাহাতে যাহারা ধূমপায়ী নহেন তাহাদের অসুবিধা ঘটিতে পারে সে কথা কি তাহারা ভাবিয়া দেখিয়াছেন? দুইটি পা, দুইখানি হাত থাকিলেই তো মানুষ হওয়া যায় না। মানবিক চেতনা ও বোধশক্তি হইল মানুষের এবং মনুষ্যত্বের পরিচয়। এই দেশে মানুষের সেই বোধোদয় কবে হইবে?

আন্দোলন অবশ্যম্ভাবী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

শাসককে বৈঠক ডাকার অনুরোধ তিনি করবেন। ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে কারড প্রথা প্রবর্তনের জন্য কারডের নমুনা চাওয়া হয়েছে। নমুনা এলে সরকারকে জানানো হবে। অবশ্য এ ব্যাপারে মালিকপক্ষের বক্তব্য, কারড ইস্যু করবেন কনট্রাকটাররা, মালিকরা নন।

আশাভঙ্গের কারণ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আশ্বাস স্থানীয় অধিবাসীদের উত্তেজনা প্রশমিত করেছিল, কিন্তু প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দরুণ উত্তেজনা আবার বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবিলম্বে এদের এবং কর্ম-বিনিয়োগ কেন্দ্রে নথীভুক্ত বেকারদের চাকরিতে নিয়োগ না করা হলে যুক্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ বেছে নেওয়া হবে। তখন ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানো ছাড়া আর অন্য কোন উপায় থাকবে না বলেও এম এল এ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজারকে জানিয়ে দিয়েছেন। এর সম্পূর্ণ দায় বহন করতে হবে জেনারেল ম্যানেজারকে।

খেলার মাঠে খুন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

একজন এ এস আই ও তিনজন কনসটেবল প্রহৃত হন। পুলিশের গন্ধ পেয়ে মঙ্গলু একটি বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। সেখান থেকে তাকে ধরে নিয়ে আসার সময় একদল লোক পুলিশকে আক্রমণ করে। এ এস আই ও কনসটেবলরা প্রহৃত হন। তাঁদের ইউনিফরম ছিঁড়ে দেওয়া হয়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাঁরা মঙ্গলুকে ধরে আনতে সক্ষম হন। খবরটি পুলিশ সূত্রের। এ ব্যাপারে ২৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

জঞ্জাল সাফাই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

থেকে এটিও পরিষ্কার করা হয় না দীর্ঘদিন। অন্যান্য রাস্তার মত বাজারের রাস্তার জঞ্জাল দৈনন্দিন এবং নালা মাঝে মধ্যে পরিষ্কারের আবেদন জানানো হচ্ছে পুর কর্তৃপক্ষের কাছে। ডোমপাড়া-গাড়ীঘাট সড়কের সংযোগ স্থলে কবরডাঙ্গার পর থেকে কাঠের কারখানা পর্যন্ত জল নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা না থাকায় নোংরা জল জমে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। ফুলতলার দক্ষিণে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অধ্যুষিত পল্লীর অবস্থাও অনুরূপ। তাঁরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলেই পুরসভা তাঁদের পল্লী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার প্রয়োজন মনে করেন না—এ ধরনের অবান্তর প্রশ্ন তাঁদের মনে দানা বেঁধেছে। পুরসভার আশু কর্তব্য, পল্লীর নালা এবং জঞ্জাল সাফাই করে পল্লীবাসীর ভ্রান্ত ধারণা দূর করা।

ডাকঘরের উন্নতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ছোটকালিয়া ও বার লাইব্রেরীতে একটি করে ডাকঘর খোলার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এ ছাড়াও জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশন সংলগ্ন এলাকা ও ব্যবসা কেন্দ্র মিয়াপুরের বাসিন্দাদের সুবিধার জন্য সেখানে একটি ডাকঘর স্থাপন করা উচিত বলে স্থানীয় জনসাধারণ মনে করেন। এ ব্যাপারে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

অন্যায় প্রমোসনে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কটু কথা বলে থাকেন) মহেশাইল স্বাস্থাকেন্দ্র থেকে একযোগে লালবাগ হাসপাতালে বদলি করা হয়। লালবাগে যোগ দিতে গিয়ে হোসেন সাহেব বাধা পান। জুনিয়ার ডাক্তারকে সিনিয়ারদের উপর ছড়ি ঘোরাতে দেবার নির্দেশকে সেখানকার কর্মী ও ডাক্তাররা মেনে নিতে পারেননি। সঙ্গী চিত্রা দেবী অবশ্য সেখানে কাজে যোগ দিতে সমর্থ হন। এই অবস্থায় মানোয়ার হোসেনকে জেলার সি এম ও এইচ কান্দী হাসপাতালে ঢোকানোর জন্য প্রভাব খাটাতে চেষ্টা করেন। সেখান থেকে লাল সংকেত পেয়ে সুযোগ বুঝে জঙ্গিপুর হাসপাতালে এক্সটেনসনে কর্মরত এস ডি এম ওকে বদলি করে মানোয়ার হোসেনকে পাঠিয়ে দেওয়া হল। কর্মী ও ডাক্তারদের মধ্যে এ নিয়ে দেখা দিল অসন্তোষ। হোসেন সাহেব সঙ্গে নিয়ে এলেন স্থানীয় কিছু পার্টির (ইন্দিরা কংগ্রেসী) লোকজনকে। তুমুল বাক-বিতণ্ডা, হৈ-হট্টগোলের মধ্যে জঙ্গিপুর হাসপাতাল ক'দিনের জন্য হয়ে উঠল রণক্ষেত্র। সি এম ও এইচের সঙ্গে বিরোধে গেলে এক্সটেনসন বাড়বে না—এই ভয়ে ধনমান রাখতে পূর্বতন এস ডি এম ও ডাঃ মুখার্জি হোসেন সাহেবকে চারজ বুঝিয়ে দিলেন।

বামফ্রন্টের এক শরিক দল সি পি এম ও তার সমর্থক কো-অর্ডিনেশন কর্তারা এই প্রমোশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সে প্রতিবাদে কান দেওয়ার মত সময় স্বাস্থ্য দপ্তরের আছে বলে মনে হয় না। অভিযোগে প্রকাশ, এই প্রোমোশনের ব্যাপারে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত স্বাস্থ্য বিভাগের দুই প্রভাবশালী কর্তা। এদের একজন সেক্রেটারী

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

Government of West Bengal

Office of the District Medical Officer,

Murshidabad.

TENDER NOTICE

Sealed tender are invited by the undersigned for supply of Misecellaneous and stationary articles at Rao J. N. Roy Hospital & General Hospital, Berhampore, Murshidabad for the year 1981-82

Intending tenderer may submit tenders either for Misc. or for stationary articles or for the both separately Tender forms along with the terms and condition of the same may be available from the office of the District Medical Officer Berhampore, Murshidabad on any working days from 9 8. 81 to 12. 3. 81 to be submitted by 17. 3. 81. at 1 p. m

The Tender quoting the rate should be submitted in sealed cover addressing the District Medical Officer, Berhampore by 17. 3. 81 at 1 p m. and after which date and time no tender will valid for acceptance. The sealed tender will be opend on the same date and time in presence of Selection Committee and also in presence of tenderer or his representative if he desires.

Tenderer should produce to the office a copy of receipted challan of Rs. 5/- to be dep sited in the Treasury under the Head "848-Civil deposit Revenue deposit pledged in favour of the District Medical Officer, Msd. as cost of forms each category of form. The challan must be passed by the undersigned.

District Medical Officer,
Murshidabad.

Memo No. 593(60) Dated, Berhampore the 23. 2. 81

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অন্যায় প্রোমোসনে

(২য় পৃষ্ঠার পর)

ডাঃ শুকুল, অন্যজন মুরশিদাবাদের সি এম ও এইচ ডাঃ মদনমোহন মণ্ডল। উভয়েরই বাড়ি হুগলীর আরামবাগে। প্রোমোসনে পুরস্কৃত ডাঃ মানোয়ার হোসেনের বাড়িও একই জায়গায়। হোসেন সাহেবের বাবা নাকি ডাঃ মণ্ডলের শিক্ষাগুরু ছিলেন। সেই সূত্রে গুরুদক্ষিণা দিতেই নাকি মহেশাইল স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে ডাক্তারহীন করে শিক্ষক তনয়ের নিয়মভাঙ্গা প্রোমোসন। এই ঘটনার পেছনে স্বাস্থ্য দপ্তর মদত পেয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দলের লোকজনদের। মন্ত্রী দেবব্রতবাবুকে হাতে রেখেই জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর খেয়ালখুশী চালিয়ে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ব্যাপারে সব ঘটনা জানিয়ে মন্ত্রী পর্যায়ে ডেপুটেশনও গেছে মহাকরণে। তবু এই রীতি বহির্ভূত প্রোমোসন আটকানো যায়নি।

জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে পুরোদমে উন্নয়নের কাজ চলেছে। গুরুত্বও বেড়েছে। এই মুহূর্তে অনভিজ্ঞ ডাক্তারের খপ্পর দিয়ে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর এই হাসপাতালে যে দলাদলি ও পারস্পরিক বিদ্বেষের সূচনা করলেন আগামী দিনে তা ভয়াবহ রূপ নিতে পারে বলে অনেকেই আশঙ্কা করছেন। সে আশঙ্কা অমূলক নয়। এমনিতেই ডাক্তারদের সঙ্গে স্বাস্থ্য দপ্তর ও সরকারের সম্পর্ক মধুর নয়। তার উপর এই ঘটনা মুরশিদাবাদের ডাক্তারদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়িয়েছে। স্বাস্থ্য কর্মীদেরও বিরাট অংশ এই অন্যায় প্রোমোসনের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়েছেন।

চর্ম্মরোগ সারায়
ত্বক মসৃণ করে
চন্দ্র-মালতী
প্রস্তুতকারক—
জুপলুনা ইণ্ডাষ্ট্রীজ
রঘুনাথগঞ্জ (পঃ বঃ), পিন—৭৪২২২৫

লালবাগ—বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া নাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
বেশার বাস সারভিস
(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য রিজার্ভ দেওয়া হয়)

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

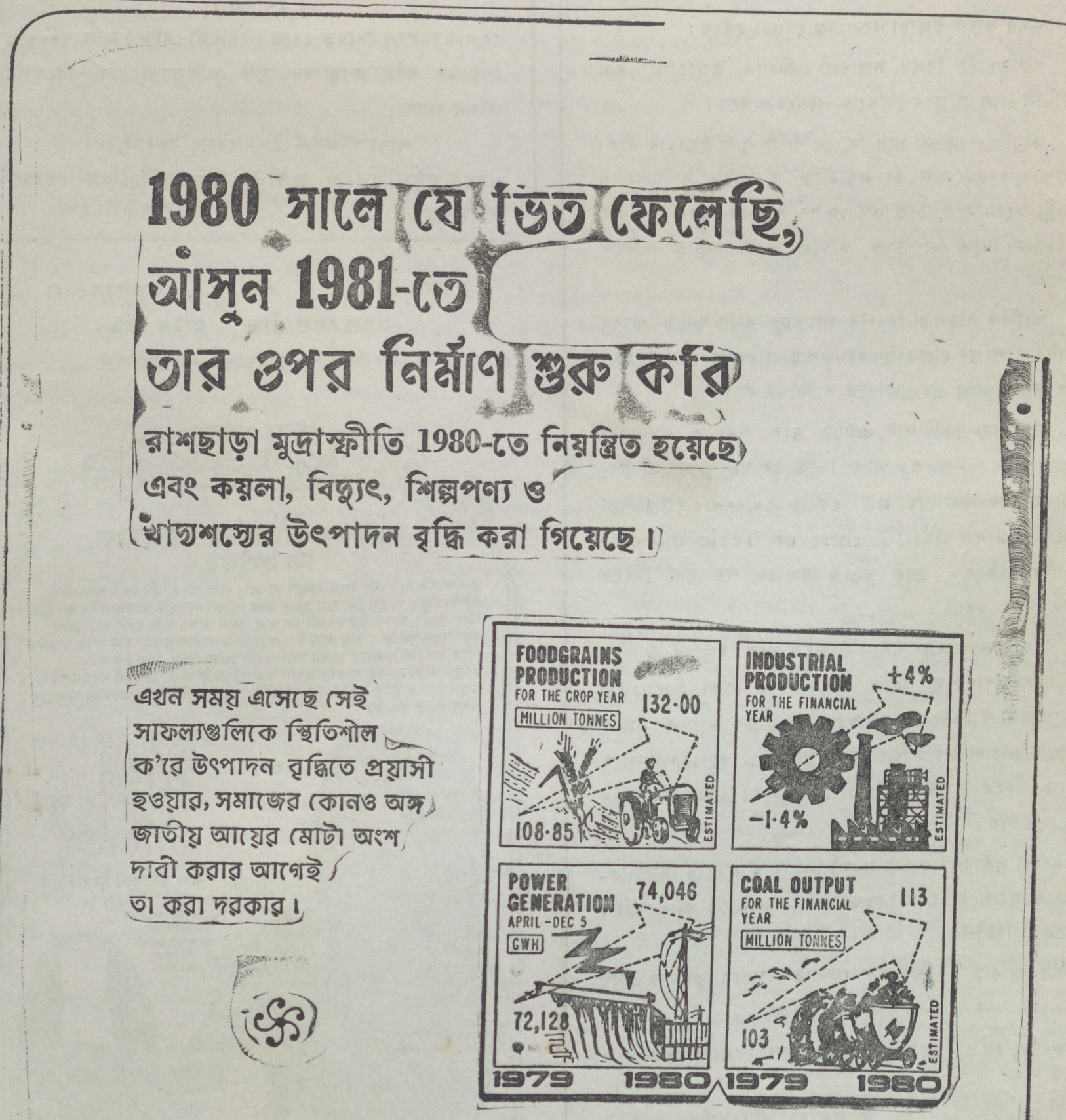

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যাল অফিস

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ

১৯৮১-৮২ সালের

নিলাম ইস্তাহার

এতদ্দ্বারা নিলাম ডাকেচ্ছু ব্যক্তিগণকে জানানো যাইতেছে যে, জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালিত রঘুনাথগঞ্জ সদর ফেরীঘাট এবং এনায়েতনগর ডোমপাড়া গাড়ীঘাট আগামী ১৯৮১-৮২ সালের জন্য (১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে মার্চ্চ, ১৯৮২) আগামী ১৭-৩-৮১ তারিখে বেলা ২ ঘটিকায় অত্র মিউনিসিপ্যাল অফিসে প্রকাশ্য নিলাম ডাকে মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষগণ কর্তৃক ইজারা বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

১। দফাওয়ারী বিশদ সর্ত্তাবলী নিলাম ইস্তাহারে এবং মিউনিসিপ্যাল অফিসে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

২। তথাপি জানানো যায় যে, যে ব্যক্তি পূর্ব্ব ইজারার টাকা পরিশোধ করেন নাই বা যথারীতি কবুলিয়ত সম্পাদন ও রেজিষ্ট্রী করেন নাই, ডাক কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে ডাক করিবার অনুমতি না দিতে বা ডাক করিলে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

৩। আর্থিক সচ্ছলতা নিদর্শন ডাকেচ্ছু ব্যক্তিগণকে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির দলিলাদি কাগজপত্র দাখিল করিতে হইবে। নচেৎ ডাকে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৪। উপরোক্ত দুইটি ঘাট একত্রে ডাক করা ও বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। ডাকে যোগ দিতে যোগ্য ব্যক্তিকে উক্ত ফেরী ঘাটদ্বয় ইজারার জন্য একত্রে ১০,০০০ (দশ হাজার টাকা) আমানত জমা (Earnest or Table money) জমা দিতে হইবে। ডাক চূড়ান্ত হওয়ার পর যথা নিয়মে ফেরত দেওয়া হইবে।

৫। যাঁহার ডাক মঞ্জুর হইবে তাঁহাকে ডাক মঞ্জুরির টাকার ¼ ভাগ তৎক্ষণাৎ জমা দিতে হইবে। এ টাকা Security হিসাবে জমা থাকিবে। ডাকের পুরো টাকা মাসিক সমান কিস্তিতে এপ্রিল '৮১ হইতে সেপটেম্বর '৮১ মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে। উক্ত Securityর টাকা শেষ কিস্তিতে adjust হইবে।

দফাওয়ারী সর্ত্তাবলী ও নিয়মাবলী নিলাম ইস্তাহারে মিউনিসিপ্যাল অফিসে দেখিয়া লইয়া ডাকে সেমতভাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

ডাকের স্থান : মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জস্থ জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যাল অফিস।

ডাকের তারিখ : ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৮১ সাল বেলা দু' ঘটিকা।

শ্রীমৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য,
প্রেসিডেন্ট, ৩-৩-৮১
জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটি

আমিও একদিন.....

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর—এমনিভাবেই দাঁড়িয়ে ছিলাম।

এই থমকে দাঁড়িয়ে থাকার থেকে আজ আমি সদা কর্মব্যস্ত। জনপ্রিয় এই কর্মব্যস্ততা আমার মধ্যে এনে দিয়েছে। এই থমকে থাকা জীবন থেকে বেরিয়ে এসে আজ আমি এক সন্তানের পিতা এবং সুখী।

শুধু আমিই নই—আমার মতন আরো হাজার হাজার বেকারের মুখেও জনপ্রিয় আজ আশার আলো জাগিয়েছে।

জনপ্রিয় ফিনানস এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ইনভেষ্টমেণ্ট (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

হেড অফিস—চ্যাটার্জ্জী ইণ্টারন্যাশনাল সেণ্টার
(৫ম তল)
৩৩এ জহরলাল নেহেরু রোড (চৌরঙ্গী রোড) কলি-৭০০০৭১

ভারতের সর্বত্র আমাদের ব্রাঞ্চ অফিস ও অর্গানাইজেশন অফিস আছে।

শাখা অফিস—ষ্টেশন রোড, বহরমপুর

শীঘ্রই রঘুনাথগঞ্জে অর্গানাইজেশন অফিস খোলা হইতেছে।

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

আপনার সৌন্দর্যকে ধ'রে রাখা কি কষ্টকর ?

প্রত্যেকবারেই না—যদি বসন্ত মালতী আপনার প্রতিদিনের সঙ্গী হয়। জ্যানোমিল, চন্দন তেল ও নানান উপাদানে সমৃদ্ধ বসন্ত মালতী আপনার ত্বকের সব রকম ক্ষত রোধ করে। ত্বকের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হ'য়ে গেলে ত্বকের পক্ষে তা'র খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই ক্রমে ত্বক শুকিয়ে আপনার সৌন্দর্য ম্লান ক'রে দেয়। বসন্ত মালতীর ব্যবহারে ত্বকের ছিদ্রপথগুলি খোলা থাকে, আর ত্বক তা'র উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পেরে আপনার সৌন্দর্যের কমনীয়তা বহু বহুর ধ'রে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। বসন্ত মালতীর সুগন্ধ সারাদিন ধ'রে আপনার মনে এক অপূর্ব মূর্ছনা জাগায়।

খাতাপত্র, পেন-কালির মেলা
পণ্ডিত ষ্টেশনারস
রঘুনাথগঞ্জ

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।